بسم الله الرحمن الرحيم

**নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩১শে জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় গযওয়ায়ে 'যী কারদ'-এর অবশিষ্ট ঘটনা, সারিয়্যা আবান বিন সাঈদ এবং গযওয়াযে খায়বারের প্রেক্ষাপট বিশদভাবে তুলে ধরেন।**

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় **গযওয়ায়ে যী কার্দ**-এর উল্লেখ করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) এ যুদ্ধাভিযানে যাত্রার পূর্বে কয়েকজন সাহাবীকে অগ্রে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর তিনি (সা.) এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলে শত্রুরা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা শত্রুদের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেখে, আবু কাতাদা (রা.)-এর ঘোড়া রগ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। অতঃপর মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা সামনে অগ্রসর হয়ে দেখেন, এক ব্যক্তি চাঁদরে আবৃত অবস্থায় পড়ে আছে আর তারা তাকে আবু কাতাদা ভাবেন। মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ আবু কাতাদার প্রতি দয়া করুন। সেই সত্তার কসম! যিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, আবু কাতাদা তো শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেছে আর সে রণসঙ্গীত গাইছে।** এরপর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) চাদর সরালে দেখেন, মাসআদা মৃত অবস্থায় সেখানে পড়ে আছেন। এরপর তারা সমস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন। এর কিছুক্ষণ পর আবু কাতাদা (রা.) উট হাঁকিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন।

মহানবী (সা.) আবু কাতাদা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, **তুমি সফলতা লাভ করেছ। আবু কাতাদা আশ্বারোহীদের নেতা। আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন।** আরেক বর্ণনায় রয়েছে, **তোমার বংশধরকেও কল্যাণমণ্ডিত করুন।** এরপর তিনি (সা.) আবু কাতাদা (রা.)-এর চেহারায় ক্ষত দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোমার চেহারায় এটি কিসের ক্ষত? তিনি বলেন, তির বিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু আমি তো তির বের করে ফেলেছি; অথচ তখনও তিরের ফলা ভেতরে আটকে ছিল। মহানবী (সা.) কোমলতার সাথে সেই তিরের ফলা টেনে বের করেন, ক্ষতস্থানে তাঁর পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দেন এবং সেখানে স্বীয় হাত বুলিয়ে দেন। আবু কাতাদা (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি তাঁকে নবুয়্যত দান করেছেন, আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি কখনো আহতই হইনি। আরেক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) আবু কাতাদা (রা.)-কে দেখে বলেন, তোমার চেহারা রক্ষা পেয়েছে। আবু কাতাদা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার চেহারা রক্ষা পেয়েছে। এরপর ৭০ বছর বয়সে যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তখনও তার চেহারা দেখে ১৫ বছর বয়স্কই মনে হতো।

এ যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণকারী আরেক সাহাবী হযরত সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পেছনে কাউকে দেখছিলাম না অথচ শত্রুরা সামনে ছিল। তখন আমি একজনকে তির নিক্ষেপ করি আর সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দুটি ঘোড়া রেখে পালিয়ে যায়। আমি সেগুলো মহানবী (সা.)-এর সমীপে এনে উপস্থাপন করি। মহানবী (সা.) ইশার নামাযের সময় পৌঁছে একটি ঝর্ণার কাছে শিবির স্থাপন করেন, যেখানে আমি শত্রুদের বাধা দিয়ে রেখেছিলাম। তিনি (সা.) উটনীগুলো এবং শত্রুদের কাছ থেকে পাওয়া সকল সম্পদ গ্রহণ করেন। হযরত বেলাল (রা.) একটি উট যবাই করেন এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য এর কলিজা ও কুজের অংশ ভুনা করে খাওয়ার জন্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) খেজুর বোঝাই ১০টি উট প্রেরণ করেন।

হযরত সালামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আমি শত্রুদেরকে পানি দ্বারা আটকে রেখেছিলাম, তাই তারা তৃষ্ণার্ত ছিল। আপনি আমার সাথে ১০০জন সৈন্য দিন যেন আমি তাদের প্রত্যেককে ধরাশায়ী করতে পারি। তিনি (সা.) হাসেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলেন, তুমি যদি তাদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করো তাহলে তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কোরো এবং কঠোর হয়ো না আর তারা যদি পালিয়ে যায় তো যেতে দিও। যাহোক, শত্রুদল পালিয়ে গেলে মহানবী (সা.) ফেরতযাত্রা করেন। মদীনার কাছাকাছি এসে একজন সাহাবী বলেন, এমন কেউ আছে কি যে আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে, অর্থাৎ আমার আগে মদীনায় গিয়ে পৌঁছাবে? হযরত সালামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নেন। এরপর দুজন দৌঁড়াতে শুরু করেন আর এ প্রতিযোগিতায় সালামা (রা.) প্রথমে মদীনায় পৌঁছেন। এ যুদ্ধাভিযানের জন্য মহানবী (সা.) বুধবার মদীনা থেকে যাত্রা করে ১ রাত ১ দিন পর **যী কার্‌দ**-এ পৌঁছেন আর পরের সোমবার, অর্থাৎ ৫দিন বাইরে অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন।

হুযূর (আই.) এরপর বলেন, **সারিয়্যা আবান বিন সাঈদে**র ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, এটি ৭ম হিজরীর মহর্‌রম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে আবান কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল আর হযরত উসমান (রা.)-কে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আশ্রয় দিয়েছিল। পরবর্তীতে আমর এবং খালেদ আবিসিনিয়া থেকে ফেরত এসে আবানকে সংবাদ দেন। এভাবে তিনজন একসাথে খায়বারের দিনগুলোতে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং আবান ইসলাম গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপট হলো, মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে যাত্রার পূর্বে হযরত আবান (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি দলকে নজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা.)-এর অনুপস্থিতিতে মদীনাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা। মহানবী (সা.)-এর খায়বার জয়লাভ করার পর হযরত আবান (রা.) এবং তার সাথিরা নবী করীম (সা.)-এর সাথে খায়বারে মিলিত হন। তিনি (সা.) তাদেরকে খায়বারের মালে গণিমতের অংশ দেন নি, কেননা তারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

অতঃপর বিখ্যাত যুদ্ধাভিযান **গযওয়ায়ে খায়বারের** ঘটনা। খায়বার মদীনার উত্তরে ৯৬ মাইল দূরত্বে এক বিস্তৃত সবুজ শ্যামল, ঝরনাবহুল এবং আরবের সবচেয়ে বড়ো বাগানসম্বলিত অঞ্চল। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ থেকে এখানে বনী ইসরাঈলের লোকেরা বসবাস করত। মদীনা থেকে ইহুদীদের দেশান্তরিত করা হলে তারাও এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, কিন্তু এখানকার ইহুদীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা একতা, সাহসিকতা এবং যুদ্ধে দৃঢ়তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। মদীনা কিংবা খায়বার যেখানকার ইহুদীই হোক না কেন মহানবী (সা.) এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। বিদ্বেষ ও শত্রুতাবশত এ জাতি ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর ক্ষতি সাধনে নিজেদের সমস্ত শক্তি কাজে লাগাতে প্রস্তুত ছিল, অথচ এর বিপরীতে মহানবী (সা.) সর্বদা তাদের সাথে কোমলতার আচরণ করেছেন, তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছেন। এমনকি কেউ সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলেও তিনি (সা.) ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের চেষ্টা করতেন। সর্বোপরি তাদের প্রতি যে সদাচরণ করেছেন সে অনুযায়ী খায়বারে বসবাসের সুযোগ লাভের পর ইহুদীদের উচিত ছিল মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকা, কিন্তু ঘটেছে এর বিপরীত ঘটনা। বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা ছাড়াও তারা সম্মিলিতিভাবে মদীনায় ধ্বংসাত্মক আক্রমণ করে যা পরিখার যুদ্ধ নামে খ্যাত। তারা কেবল এতেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তারা উপর্যুপরি ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল।

অতএব মহানবী (সা.) যখন দেখেন, তাদের পক্ষ থেকে চক্রান্ত ও আক্রমণের দূরভিসন্ধি বন্ধ হচ্ছে না তখন ঐশী নির্দেশে তিনি (সা.) খায়বারকে প্রতিহত করতে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বলেন, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার প্রায় পাঁচ মাস পর এ যুদ্ধাভিযানে ১৬০০ সাহাবীকে নিয়ে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে যাত্রা করেন। মৌলিকভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধি অনেক বড় একটি বিজয় ছিল যেমনটি সূরা ফাতাহ্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আর এ সুস্পষ্ট জয়ের ধারা সূচিত হয় খায়বারের বিজয়ের মাধ্যমে।

মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে যাত্রার সময় ঘোষণা করেন, **এ যুদ্ধাভিযানে শুধু তারাই যাবে যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিল।** আরেক বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) বলেন, **যারা মালে গণিমতের জন্য বের হতে চায় তারা যেন আমার সাথে না যায়, যারা জিহাদের প্রতি আগ্রহ রাখে কেবল তারাই আমার সাথে যাবে।** ইবনে ইসহাক ও ইবনে সা'দ বলেন, এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পূর্বে ছোট ছোট পতাকা বহন করা হতো। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত খাব্বাব বিন মুনযের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পতাকা ছিল কালো রঙয়ের যা হযরত আয়েশা (রা.)-র চাঁদর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল আর এর নাম রাখা হয়েছিল **উকাব**। এ সফরে সহধর্মিনী হিসেবে হযরত উম্মে সালমা মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। এছাড়া ছয় থেকে সাতজন, আরেক বর্ণনানুযায়ী ২০জন নারী সাহাবী এ যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মদীনার ইহুদীরা এই যুদ্ধাভিযানের কথা শুনে অনেক হতাশ হয়ে পড়ে আর মুসলমানদের কাছ থেকে পাওনা ঋণের অর্থ দাবি করে। সাহাবীদের অপরাগতা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) তাদেরকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করেন। এমনকি একজন সাহাবী অপারগ হয়ে নিজের মাথার পাগড়ি লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে এবং গায়ের চাঁদর বাজারে বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করেন।

খায়বার অভিমুখে যাত্রার কথা শুনে এক ইহুদী আশজাআ গোত্রের মাধ্যমে সেখানকার ইহুদীদের কাছে এর সংবাদ পৌঁছে দেয় এবং বলে পাঠায়, তারা যেন ভালোভাবে তাদের মোকাবিলা করে। এদিকে মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলও ইহুদীদের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে রণকৌশল সম্পর্কে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে। মহানবী (সা.)-এর এ যাত্রার সংবাদ খায়বারের ইহুদীরা জানতে পেরে একটি সভা করে, যাতে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াইয়ের আলোচনা হয়। প্রথমে দুর্গ থেকে বের হয়ে আক্রমণ প্রতিহত করার কথা উঠলেও পরবর্তীতে তারা ঐকমত্য হয় যে, আমাদের দুর্গ আরবের অন্যান্য দুর্গের চেয়ে সুদৃঢ়। তাই মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর তারা একটি প্রতিনিধি দলকে বিভিন্ন যুদ্ধবাজ গোত্রের কাছে পাঠিয়ে সাহায্যের আবেদন করে। ফলশ্রুতিতে বনু আসাদ ও বনু গাতফান ছাড়া অন্য গোত্রগুলো এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। হুযূর (আই.) বলেন, এর বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্॥

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী মণ্ডি বাহাউদ্দীনের **জনাব মুহাম্মদ আশরাফ** এবং কেনিয়ার নায়েব আমীর-২ **মুহাম্মদ হাবীব মুহাম্মদ শাতরী সাহেব** এবং জিম্বাবুয়ের একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট **আনোবি মিদিঙ্গা** সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের মাগফিরাত ও উচ্চ পদামর্যাদার জন্য দোয়া করেন এবং নামায শেষে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)